অমর দত্ত

প্রযোজিত ও পরিচালিত

এ. কে. ডি র

# মায়াজাল

কাঁটা, কাজেই সে রাজী হ
যায়। এদিকে অনিতা
রাজী করাল এই বলে,
বিয়ের পর সমরের স
অনিতার কোনরকম সম্পর্ক
থাকবে না। বিয়ে হয়ে গে
বটে, কিন্তু ফুলশয্যার রা
অনিতা জানতে পারল অজয়ে
প্রতারণার কথা। যে অজয়ের জন্য অনিতা আজ এতখানি ত্যাগ স্বীকার করলে
সেই অজয় কেন অনিতাকে এইভাবে প্রতারণা করলে? কি এমন তার লেবরেটর
যার জন্যে এত টাকার প্রয়োজন, যার জন্যে এতখানি হীন হতেও তার বাধল না?

ঘটনাস্রোত সহসা প্রবলবেগে এগিয়ে যায়। বৃষ্টিতে ভিজে অনিতার জ্বর হয়
সমর দিনরাত শুশ্রূষা করে অনিতাকে সুস্থ করে তোলে। সমরের এই ঐকান্তিক
সেবা অনিতাকে মুগ্ধ করে: সে অভিভূত হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে নিখিলেশবাবু ব্লাড প্রেসারের স্ট্রোকে মারা যান এবং দেখা যায় যে
সমস্ত সম্পত্তি তিনি সমরের নামে উইল
করে গেছেন। অনিতা ভেঙ্গে পড়ে;
যে সম্পত্তির জন্যে সে এই মিথ্যা বিবাহ
করলে সেই সম্পত্তিই আজ হাত ছাড়া
হয়ে গেল। এদিকে অজয় আসে তার
কাছে টাকা চাইতে। অনিতা জানিয়ে
দেয় টাকা দেবার ক্ষমতা তার নেই।
শুনে অজয় ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে যায় সমরের
কাছে। সমর তাকে অপমান করে।
অজয় সমরকে টেনে নিয়ে যায় তার
লেবরেটরীতে—দেখায় তার রিসার্চ তার

সাধনা। সমর লেবরেটরীর অদ্ভুত এক রূপ
দেখে অভিভূত হয়ে যায়, ফিরিয়ে দিয়ে আসে
অনিতাকে তার বাবার সম্পত্তির উইল, আর
বলে আসে যে আর ত অজয়বাবুকে টাকা
দিতে কোন বাধা রইল না। শুনে অনিতা
অজয়ের প্রতি আরও বিরূপ হয়ে ওঠে।
সুতরাং তারপর যখন অজয় টাকা চাইতে
আসে সে স্পষ্ট 'না' বলে দেয়। অজয়ের কিন্তু
টাকা আজ এখনই চাই। তাই সে তা
অনিতার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতেও দ্বিধা বোধ করল না।

মর্ম্মাহত অনিতা ফিরে আসে স্বামীর কাছে। সমর সব কথা শুনে অনিতাকে

নিয়ে যায় অজয়ের বাড়ীতে। অনিতা বিস্মিত হয়ে দেখে অর্দ্ধোন্মাদ অজয় তার
ধ্বংসপ্রাপ্ত লেবরেটরী আগলে বসে আছে। চোখ জলে ভরে ওঠে। তারই
ভুলের জন্য আজ অজয়ের সাধনা বিফল, রিসার্চ বিধ্বস্ত।

কি সে লেবরেটরী, কিসের রিসার্চ, কি সে সাধনা—যা সমরকে অভিভূত করে,
অনিতাকে কাঁদায়, আর দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করে ???

# গান

১

তোমারি স্বপনে কাটে মোর দিনযামী
(তাই) এ-গোধূলি ক্ষণে মিলন তিয়াষে
তব নাম স্মরি আমি।
বেলা যায় ওগো বেলা যায়,
(তুমি) এখনো এলে না হায়
বলাকার দল এ লগনে প্রিয়
হ'ল যে কুলায়-গামী।
ঐ ছোঁওয়া আজ লেগেছে আমার মনে
(তাই) বসে আছি প্রিয় তব পথ চেয়ে
আমি একা বাতায়নে
আশাপথে আঁখি তুলি
দুয়ার রেখেছি খুলি
অভিমান যত ভোলাতে আমার
এস গো নয়নে নামি ॥

২

তুমি আর আমি যেন গো দুটী ফুল
ফাগুনের বায়ে দোলে গো দোদুল ॥
তুমি ছন্দের মধুছন্দা
নিশীথের রজনীগন্ধা
(মোর) নয়নে যে রচে মায়াজাল সেকি প্রিয়া ভুল।
(তব) মনের মুকুরে দেখি যে আমার ছায়া
তাই ত গো রচি মিলনের মধুমায়া
এলে যদি মোর স্বপনে
ফিরিবে কি জাগরণে
(বুঝি) আশা বালুচরে প্রিয়া জলে ভরে দুই কূল ॥

গুন গুন গুন গুন মধুবনে অলিরাণী।
ফুলে ফুলে বলে গেল আশার নতুন বাণী।
ফাগুন এসেছে পুন অভিসারে
ভীরু প্রেম লয়ে আজ তোমারি দ্বারে
মলয়ার ছন্দে জাগে তাই শ্যাম বনানী।
ধরণীর পথে পথে নামিয়াছে জোছনা
মায়া রচি পথিকের মন করে বিমনা
বাতাস পাগল আজি কুসুমের গন্ধে
নেচে ওঠে হিয়া যৌবন ছন্দে
মন যেন চায় প্রিয় চায় গো কাহার ও পরাণ খানি।

৪

জীবন-নদীর তীরে চলে ভাঙ্গা গড়ার খেলা
কারো ফাগুন ফুরায়ে যায় কারো মধুমেলা।
কেউ বা বাধে সুখের বাসা
আশা লয়ে আর মধু ভালবাসা গো
কেউ বা ফেরে প্রেম বিলায়ে লয়ে অবহেলা।
অনেক আশার তরু-শাখায় ফোটে নাকো ফুল
চাওয়া তবু হয় নাকো শেষ ভাঙ্গে না গো ভুল।
জানি না যে কার খেয়ালে
বাঁধা পড়ি মায়াজালে গো
জানি না কার কাটে কেমন সারা জীবনবেলা ॥

আমাদের পরবর্ত্তী আকর্ষণ !

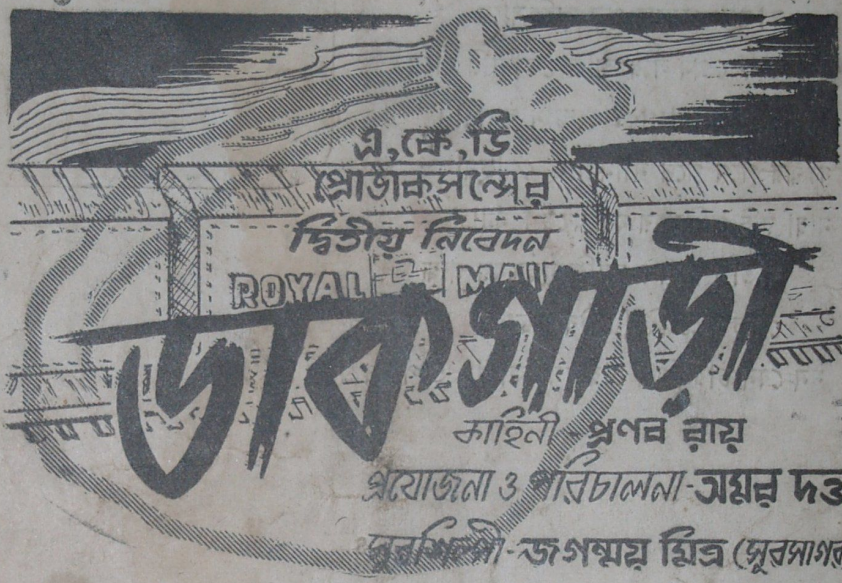


প্রস্তুতির পথে !

মূল্য ঃ দুই আনা

এ. কে. ডি. প্রোডাকসন্সের পক্ষ হইতে শ্রীশিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড হইতে শ্রীবীরেন্দ্র নাথ দে বি.এস-সি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।